ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

১৬ আষাঢ় ১৪২৩, ৩০ জুন ২০১৬

আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

আগামীকাল ১ জুলাই ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সকাল ১০টায় প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলে কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও মানবিক চেতনা বিকাশে উচ্চশিক্ষা"। এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করবেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১০টায় প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলে জমায়েত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন শেষে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে উপাচার্যের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে টিএসসিতে গমন করা হবে। সকাল ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করবেন। চারুকলা অনুষদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল দিনব্যাপী নিজস্ব কর্মসূচী পালন করবে। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস সম্পর্কে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।

১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২২ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিন্স কমিটির সভায় পরীক্ষার এই তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার, চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শনিবার, গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শুক্রবার, ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২১ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার এবং ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ অক্টোবর ২০১৬ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২৩ জুন ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

আদর্শিক ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, শিক্ষার আদর্শিক ও প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। গত ২৩ জুন ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামানসহ সিনেট সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তার অভিভাষণে তরুণ প্রজন্মকে কৃতী শিক্ষক, নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী, সফল ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ও বিশ্বমনস্ক রাজনীতিবিদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য সুশীল সমাজ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ,শিল্প-উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশসাধন, আমাদের ভাষা আন্দোলন, বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল সংগ্রাম ও সংকটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করে এসেছে। দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই শিক্ষাঙ্গনকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে হবে। বর্তমান শতকের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েই আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। 'বিশ্ববিদ্যালয় দলীয়করণ হচ্ছে এবং শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে' এ ধরণের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে উপাচার্য বলেন, সকল নাগরিকের রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। তবে শিক্ষকের পেশাগত কার্যক্রম ও আচরণ তার রাজনৈতিক দর্শনে প্রভাবিত না হওয়াই কাম্য। শিক্ষক যখন পরীক্ষা গ্রহণ করেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, তখন তিনি দলীয় কর্মী নন। তার অবস্থান তখন বিচারকের মতো। উপাচার্য শিক্ষার বিষয়গত সম্প্রসারণ ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চলতি বছরে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। *২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাবি-এ নব-নিযুক্ত দু'জন প্রো-উপাচার্যের যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১১(২) ধারা মোতাবেক তাঁদেরকে এই নিয়োগ প্রদান করেছেন।

গত ২৩ জুন ২০১৬ তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রো-উপাচার্যদ্বয়কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) এবং অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন)-এর দায়িত্বে থাকবেন।

অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

দ্বিতীয়বার নব-নিযুক্ত প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ১৯৪৯ সালের ৩ জুলাই ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ও-লেভেল এবং ১৯৬৬ সালে হলিক্রস কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল বিভাগ থেকে স্নাতক এবং ১৯৭০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ডেমোগ্রাফি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

*(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

নব-নিযুক্ত প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৬৪ সালের ১ জুলাই বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার কালিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে বি এ অনার্স ও এম এ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ইন পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ক পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করেন। তিনি ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশাপাশি আমেরিকার বোস্টন কলেজ থেকে ফুলব্রাইট স্কলার এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ কে থেকে বৃটিশ কাউন্সিল-এর রিসার্চ ফেলো ছিলেন। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১৯৯০ সালে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

*(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার পরলোকগমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা গত ১৩ জুন ২০১৬ রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার জন্ম ১৯৩৫ সালের ১ মে । তিনি ১৯৫১ সালে মেট্রিকুলেশন ও ১৯৫৩ সালে আইএসসি পাশ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে বিএসসি এবং ১৯৫৭ সালে ভূগোল বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস থেকে 'ডক্টর ডি 'ল ইউনিভার্সিটি' ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮৬ সালে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৯০ সালের ২৪ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রের সংখ্যা ১৫টি। তাঁর বেশ কিছু গবেষণাপত্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নাল ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৪ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়ায় বাদ যোহর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র এবং শুভাকাঙ্খীরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। এর আগে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে নেয়া হয়। সেখানেও তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্র-শিক্ষক ও শুভাকাঙ্খীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্যের শোক

অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা একজন মেধাবী শিক্ষক ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান স্মরনীয় হয়ে থাকবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিশেষত: হাইড্রোলজি ও ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ঢাবি-এ রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে নতুন কোর্স সংযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাম "রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং" করা হয়েছে। এর ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশে এই প্রথম রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) অধ্যয়নের দ্বার উন্মোচিত হলো। আধুনিক প্রযুক্তিময় যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২১ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিভাগটির নাম পরিবর্ধনের এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং এ বিভাগটির সূচনা হয়েছিল "ডিপার্টমেন্ট অব মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং" নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী মোতাহার হোসেন ভবনে ২০১৫-১৬ সেশন থেকে বিভাগটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু এবং শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন ড. সেঁজুতি রহমান ও ড. শামীম আহমেদ দেওয়ান। আশা করা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের এই আধুনিক ও যুগোপযোগী সংযোজন বাংলাদেশের মেধাবী প্রজন্মকে রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করবে যা দেশে প্রযুক্তি সম্বৃদ্ধ গার্মেন্টস সেক্টর, পাওয়ার সেক্টর, নবায়নযোগ্য সৌর শক্তি উৎপাদন ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা পালন করবে।

মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাম "রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারি" করায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, শিক্ষক ড. সেঁজুতি রহমান ও ড. শামীম আহমেদ দেওয়ান

গত ১৯ জুন ২০১৬ 'শহীদুল্লাহ হল পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ-২০১৬' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সেমিনার

নিজেকে বাঁচাতে হলে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে- উপাচার্য

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফাম, জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন এবং বেলা'র যৌথ উদ্যোগে গত ৫ জুন ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে "Go Wild for Life" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

ঢাবি আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অক্সফামের কান্ট্রি ডিরেক্টর এম বি আকতার এবং হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক মো: আবু সাদেক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের কারণে প্রকৃতির কাছে আমরা আজ সকলে অসহায়। পরিবেশ নষ্ট ও দূষণ করে পৃথিবীকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে আমাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে পড়েছে। তাই নিজেকে বাঁচাতে হলে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সব রকম বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য পরিবেশ শিক্ষা ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উপাচার্য আরও বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা ও পরিবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা-ভাবনা করেন। দেশ তথা বিশ্বের সর্বত্র পরিবেশ রক্ষায় ও জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব ফোরামে নেতৃত্ব প্রদান ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।

গত ২০ জুন ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ক্যাফেটেরিয়ায় হিউম্যান সেফটি ফাউন্ডেশন (এইচএসএফ) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করেন।

রণজিৎ কুমার বিশ্বাসের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট লেখক রণজিৎ কুমার বিশ্বাসের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। গত ২৩ জুন ২০১৬ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রণজিৎ কুমার বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেছেন।

এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, রণজিৎ কুমার বিশ্বাস প্রগতিশীল চিন্তাধারার এক মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও লেখক ছিলেন। তাঁর লেখনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষে এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার অণুপ্রেরনা হিসেবে পাঠক নন্দিত হয়েছে। তিনি ক্রীড়া লেখক ও ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অপুরণীয় ক্ষতি হলো।

উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ১৯৫৬ সালের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা অপর্ণাচরণ বিশ্বাস ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে তিনি যোগদান করেন। সিনিয়র সচিব হিসেবে ২০১৫ সালে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রণজিৎ কুমার বিশ্বাস সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে কলাম লিখতেন। তাঁর হাস্যরসপূর্ণ রঙ্গরচনা জনপ্রিয় ছিল। সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে বিদ্রূপাত্মক ও সংলাপনির্ভর রচনা 'কুড়িয়ে পাওয়া সংলাপ'-এ লিখেছেন। তাঁর জনপ্রিয় কলামগুলো হচ্ছে - 'জীবনকথন', 'রম্যকথন', 'প্রতিদিনের পথের ধুলায়', 'রম্যককথার এক ঝাঁপি', 'নিত্যদিনের কড়চা', 'ভাষা শেখার আনন্দ' উল্লেখযোগ্য। তিনি নিয়মিতভাবে ক্রিকেট বিষয়ে লিখতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন

*(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্যের অভিভাষণের পর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৬৬৪ কোটি ১১ লাখ টাকার রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে ৬০৮ কোটি ৪১ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে ৪১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। ফলে এ বছর বাজেটে ১৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঘাটতি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অধিবেশনে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ৫৫৫কোটি ১১ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেটও উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদটি বর্তমানে শূন্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন বিশেষ আমন্ত্রণে সংশোধিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের সার-সংক্ষেপ পেশ করেন। পরে সিনেট সদস্যগণ বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

*(১ম পৃষ্ঠার পর) ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি সহকারী অধ্যাপক, ২০০০ সালের ২ জানুয়ারি সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৪ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ২০১৪ সালে কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন। তিনি ২০০৮-২০১১ পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ২০১৫ সালে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান, ২০০৭-২০১৩ পর্যন্ত কবি জসীম উদদীন হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে এবং ২০০৯ ও ২০১১ সালে সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের বিভিন্ন মেয়াদে নির্বাচিত সদস্য, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে বিভিন্ন মেয়াদে মনোনীত সদস্য, পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসন জাতীয় কমিটি ২০০৮-এর আহ্বায়ক, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শদান জাতীয় কমিটি (২০০৯ ও ২০১০)-এর আহ্বায়ক, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য, ন্যাশনাল কারিক্যুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এনসিসিসি) সদস্য, Journal of Serajul Haque Centre for Islamic Research এবং Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities) -এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ইতিহাস-এর সম্পাদক (২০০৯-২০১৪), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর কাউন্সিল মেম্বার (২০০৬-২০০৯), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক (২০০৫-২০০৯), আলীগড় ওল্ড বয়েজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক (২০০৭-২০০৯), ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি) পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর আমেরিকান স্টাডিজ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর ফুলব্রাইট স্কলার্স ও ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও গবেষনামূলক সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের দেশি-বিদেশি ৪২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে- মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৮); বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : প্রেক্ষাপট ও ঘটনা (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা (২০০৯); Society and Urbanization in Medieval Bengal, Asiatic Society of Bangladesh (2009); A Quest for Islamic Learning : Essays in Memory of Professor Serajul Haque (edited), Asiatic Society of Bangladesh (2011); প্রবন্ধ সংকলন (সম্পাদিত), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০১১)। অনন্য সাধারণ গবেষণার জন্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ২০০৮ সালে 'বিচারপতি ইব্রাহিম স্বর্ণপদক- ২০০৮' লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২ জুন ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা"। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী এবং নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্গীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা রবীন্দ্রনাথের চেতনা ধারা এবং সঙ্গীতের যুগপৎ মিশ্রণে মনোমুগ্ধকর আলোচনা উপস্থাপন করেন। মুখ্যত: তিনি রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির জীবন দৃষ্টি বিবেচনা করে বাংলা এবং বাঙালির জীবন চেতনাকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আলোচনায় তুলে ধরেন। মনুষ্যত্ববোধ ও মানবতাবোধের মূল্যবোধ বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ শুধু একুশ শতক নয়, রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের প্রাসঙ্গিকতায় আমাদের প্রাণিত করেন। বিশ্বজনীনতায় রবীন্দ্রনাথ সর্বব্যাপী তাঁর অন্তরলোক বিস্তার করে মুক্তমনা মানুষদের উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে চলেছেন।

মূল বক্তা রেজওয়ানা চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, সুলিখিত, সুপঠিত ও সুগীত প্রবন্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বন্যার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য বিকাশের ধারায় লক্ষ্য করা যায় বাঙালি জাতির মানস কাঠামো গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক সময়ে রবীন্দ্রনাথকে শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ করেছিল - সে সময়ে নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চেতনা বিকাশে বাঙালিত্বের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। শক্তি বৃদ্ধি করেছেন আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন-গণসংগ্রামে। উপাচার্য মোনায়েম খানের রবীন্দ্র সঙ্গীত রচনার হাস্যস্পদ গল্পের উপস্থাপনা করে বলেন- অন্ধকার সময় অতিক্রম করে এসেছি আমরা। রবীন্দ্র চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে, পৃথিবীর নানা ভাষাভাষি সংস্কৃতিসেবিদের ও শিক্ষাব্রতীদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, পৃথিবীর নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিক না হলে তা হতো না। আমাদের নবীন প্রজন্ম - নবীন শিক্ষার্থীদের সে প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে হবে।

উপাচার্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃতি করে বলেন, জয় সত্যের জয়, জয় জয় সত্যের জয়। বিশ্ববিদ্যালয় সত্যের অনুসন্ধান করে। পৃথিবীর প্রাচীন প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ তৈরী হয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। দুই প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য সত্য প্রতিষ্ঠা, মূল কাজ সত্য চর্চা করা, সত্যের পূজা করা। আজকে ধর্মের নামে অধর্ম হচ্ছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মের নামে নারীর সম্ভ্রমহানি হয়েছে - মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আজকে মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মের নামে সন্ত্রাস চলছে। উপাচার্য আরও বলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের 'মানবধর্ম' আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক - সুস্থ সংস্কৃতি ও মানবিক জীবনের স্থিরতার জন্যে, সৃষ্টিশীলতার জন্যে আলোর পথে যাত্রা করতে হলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত হবে না - মিথ্যা অতিক্রম করে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে সত্যের ঝাণ্ডা তুলে ধরতে হবে।

বক্তৃতানুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে মনোজ্ঞ সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ

*(১ম পৃষ্ঠার পর) ১৯৮৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৯৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০০ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ ১৯৭০-৭১ সালে ডাকসুর নির্বাচিত কমনরুম বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে জেরিনা আহমেদ নামে সংবাদ পাঠ করতেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, বুয়েট এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সদস্য, জাতীয় পরিবেশ এ্যাওয়ার্ড নির্বাচক কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ২০১২ সালের ৭ জুন থেকে ২০১৬ সালের ৭ জুন পর্যন্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন।

নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

রসায়ন বিভাগ

রসায়ন বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নবীন বরণ ও ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৩১ মে ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১ জুন ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ

মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২ জুন ২০১৬ জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফি বিশেষ অতিথি ছিলেন।

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান গত ৩০ মে ২০১৬ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ১৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ভূটানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভূটানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত কারমা ওয়াংজুম ২১ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন এবং সোসাইটি ফর প্রমোশন অব বাংলাদেশ আর্ট-এর সাধারণ সম্পাদক রাফি হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশ এবং ভূটানের শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভূটানের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিত্রকলা বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ঝাং ওয়াংঝি-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ২০ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফাং মিং, মিজ ইয়াং ফান এবং মিজ ঝাং জেলিন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো: আফজাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটির মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত যৌথ শিক্ষা এবং গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটির সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতায় চীনের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৪বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, তাঁরা উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। চীনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সফর এবং তাদের জন্য স্বল্প-মেয়াদী কোর্স চালুর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক চীনা প্রতিনিধিদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘকালের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। উভয় দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কও সেই প্রাচীনকাল থেকে। উভয় দেশের সুদীর্ঘকালের এই সম্পর্ককে নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে উপাচার্য গুরুত্বারোপ করে আরও বলেন, সম্প্রতি চীনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উভয় দেশের সু-সম্পর্ককে জোরদার করার উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের কথা উল্লেখ করেন উপাচার্য।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশের জন্য চীনা অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভূটানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত কারমা ওয়াংজুম ২১ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

চীনের বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ঝাং ওয়াংঝি-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ২০ জুন ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফাং মিং, মিজ ইয়াং ফান এবং মিজ ঝাং জেলিন।

মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দারিদ্রকে জয় করতে হবে -উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মেধা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দারিদ্রকে জয় করার জন্য অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পৃথিবীতে অনেকেই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। গত ৩০ মে ২০১৬ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের কনফারেন্স রুমে 'উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের পলিসি রিসার্চ অন বিজনেস এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সফল ব্যবসায়ী মো. আবদুল ওয়াদুদ এমপি সফল উদ্যোক্তা হিসাবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম মাহফুজুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্র জীবনে তাঁর পায়ে জুতাও থাকত না। মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি তথা একজন সফল ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পেরেছিলেন। কোন মেধাবীর সফলতা অর্জনের পথে দারিদ্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সফল ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে ওঠতে হবে।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সফল ব্যবসায়ী মো: আবদুল ওয়াদুদ এমপি তার জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, চাকরিজীবীদের পক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ কম থাকে। তাই চাকুরির পেছনে না ছুটে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হওয়া উচিৎ।

উপাচার্যকে সম্মাননা স্মারক প্রদান

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধূমপান নিষিদ্ধ করায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে গত ৩১ মে ২০১৬ উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে সোসাইটি ফর এন্টি এডিকশন মুভমেন্ট (স্যাম)-এর নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের হাতে এই সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এ সময় ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান, স্যাম-এর সহ-সভাপতি লে: জেনারেল (অব:) আবদুল হাফিজ এবং দ্যা রিপোর্ট ২৪ ডট কম এর সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম মিন্টুসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষে স্যাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি অপরাজেয় বাংলা থেকে শুরু করে টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন হয়ে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এসে শেষ হয়।

উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৭ জুন ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে "When Confessional Parties Compromise Ideology : A Comparative Study of Jamaat-E-Islam in India, Pakistan and Bangladesh" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমের সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মামুন আল মোস্তফা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউনিভার্সিটি ফর লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর জেনারেল এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান।

শেখ রাজ্জাক আলী স্মৃতি বৃত্তি তহবিল গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে 'শেখ রাজ্জাক আলী স্মৃতি বৃত্তি তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত শেখ রাজ্জাক আলীর মেয়ে ড.রাণা রাজ্জাক ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার একটি চেক ২২ জুন ২০১৬ জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেনের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে 'শেখ রাজ্জাক আলী স্মৃতি বৃত্তি' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এই বৃত্তি তহবিল গঠনের জন্য দাতা ও তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রয়াত শেখ রাজ্জাক আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এখানে তাঁর স্মৃতি সব সময় জাগ্রত থাকবে।

'কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত

চীনের ইউনান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ৬ জুন ২০১৬ কলা ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় নব-প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ইফফত আরা নাসরীন মজিদ, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর চেন সুয়াং, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের চীনা পরিচালক চু মিংতং এবং বিভিন্ন চীনা কোম্পানির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চীনা দার্শনিকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সংহত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গত ২০ জুন ২০১৬ চীন গমনের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধিদল উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২০জন শিক্ষার্থী ও ১জন শিক্ষক চীনের উদ্দেশ্যে ২১ জুন ২০১৬ ঢাকা ত্যাগ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে 'শেখ রাজ্জাক আলী স্মৃতি বৃত্তি তহবিল' গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত শেখ রাজ্জাক আলীর মেয়ে ড.রাণা রাজ্জাক ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার একটি চেক ২২ জুন ২০১৬ জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেনের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে গত ২৪ জুন ২০১৬ উপাচার্য দফতরে 'জাতীয় বাজেট ২০১৬-২০১৭' বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ এবং বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ।

প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গত ১ জুন ২০১৬ জয়নুল গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উপাচার্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্য থেকে ৫টি পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন এবং শিল্পসমালোচক মোস্তফা জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মলয় বালা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাদের মধ্যে মেয়েরা এগিয়ে আছে, সেজন্য আমরা আনন্দিত। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদের সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাহলে সমাজ এগিয়ে যাবে। উপাচার্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তুলতে যে ক'জন মনীষী ভূমিকা রেখেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। উপাচার্য নবীন শিল্পীদের শিল্পের গুণগত মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপাচার্য চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। শিল্পকর্ম পরিদর্শন করে তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস প্রাচ্যরীতিতে আঁকা চিত্রকর্মগুলো শিল্পপ্রেমীদের বিমোহিত করবে।

বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে বিএফএ সম্মান ও এমএফএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অংশগ্রহণকারী ৩৮জন শিক্ষার্থীর নির্বাচিত ৫৪টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। শিল্পকর্মে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা হল- নিরীক্ষাধর্মী পুরস্কার - সুস্মিতা সাহা রিমি (এমএফএ, ২য় পর্ব, ২০১৩-২০১৪), শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার - হরেন্দ্র নাথ রায় (বিএফএ সম্মান, ৩য় বর্ষ, ২০১৪-২০১৫), শিল্পী শফিকুল আমীন স্মৃতি পুরস্কার - হাসুরা আক্তার (বিএফএ সম্মান, ৪র্থ বর্ষ, ২০১৪-২০১৫), শিল্পী আমিনুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার - শাহনাজ আক্তার (বিএফএ সম্মান, ৩য় বর্ষ, ২০১৫-২০১৬) এবং শিল্পী রশিদ চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার - মুনমুন আলম খান (বিএফএ সম্মান, ২য় বর্ষ, ২০১৫-২০১৬।

পরিবেশ বান্ধব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৬ উপলক্ষে গত ৬ জুন ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।

মেছের উদ্দীন আহমেদ মেমোরিয়াল-আফিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন' ট্রাস্ট ফান্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মেছের উদ্দীন আহমেদ মেমোরিয়াল-আফিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন' ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এজন্য গত ৮ জুন ২০১৬ আফিয়া খাতুন ১০ লক্ষ টাকার একটি চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান, লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আখতার হোনেস, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান এবং দাতার নিকট আত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এই তহবিলের আয় থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগ এবং লোক প্রশাসন বিভাগের ২য় বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ২জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে 'মেছের উদ্দীন আহমেদ মেমোরিয়াল-আফিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন' ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাতা আফিয়া খাতুন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, আফিয়া খাতুনের পিতা মেছের উদ্দীন আহমেদ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) ১৯০৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ঢাবিকে এসিআই ফাউন্ডেশনের ৮৭ লাখ ৪০ হাজার টাকার অনুদান প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে এসিআই ফাউন্ডেশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ৮৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এসিআই ফাউন্ডেশন লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান আনিস-উদ-দৌলা গত ১৪ জুন ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কাছে অনুদানের এই চেক হস্তান্তর করেন।

এ সময় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, এসিআই ফাউন্ডেশন লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আরিফ দৌলা ও সুস্মিতা আনিসসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভূক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক কলা ভবন, অপরাজেয় বাংলা ও বটতলাসহ সংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যবর্ধন এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অনুদান দেওয়ায় এসিআই ফাউন্ডেশন লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এম আনিস-উদ-দৌলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র থাকাকালে ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নেও তিনি অসাধারণ অবদান রেখে চলেছেন। এসিআই ফাউন্ডেশনের এই অনুদান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

নতুন ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন

ব্যাংক এশিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে শিগ্‌গিরই একটি নতুন ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। এই ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাংক এশিয়ার সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: মেহমুদ হোসেন ৩০ (ত্রিশ) লাখ টাকার একটি চেক গত ২ জুন ২০১৬ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ম উপাচার্য ড. ডব্লিউ. এ. জেনকিন্স-এর নামানুসারে এই ক্লাসরুম নামকরণের প্রস্তাব করা হয়।

ড. আবদুল্লাহ ফারুক সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই অনুদানের জন্য ব্যাংক এশিয়া কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একাডেমিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ভার্চুয়াল ক্লাসরুম কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তিনি শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ড. কানিজ-ই-বাতুল স্মারক বৃত্তি তহবিল গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগে 'ড. কানিজ-ই-বাতুল স্মারক বৃত্তি তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এই বৃত্তি তহবিল গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুলের বড় ভাই সৈয়দ তাকী মোহাম্মদ ১০ (দশ) লাখ টাকার একটি চেক গত ৬ জুন ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, উর্দু বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. ইস্রাফীল, অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়াসহ বিভাগীয় শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উর্দু বিভাগের ৪জন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ড. কানিজ-ই-বাতুল স্মারক বৃত্তি' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তব্যে ড. কানিজ-ই-বাতুলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, সংবেদনশীল ও আদর্শ শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধের দর্শন ও চেতনাকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। নজরুল বিষয়ক তাঁর গবেষণা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উপাচার্য মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল ১৯৫১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ৭ জুলাই ইন্তেকাল করেন।

ঢাবিকে রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের ৫ লাখ ১২ হাজার টাকার অনুদান প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ল্যাব উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ৫ লাখ ১২ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে। রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ফরিদ উদ্দিন ২০ জুন ২০১৬ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো: আফতাব আলী শেখের কাছে অনুদানের এই চেক হস্তান্তর করেন।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য এস এম বাহালুল মজনুনসহ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের শিক্ষক এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুদান প্রদানের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষা খাতের বিনিয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। দেশের চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরীতে এই অনুদান কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫